সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৭তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৩
protiva.ahlehadeethbd.org

'সোনামণি' কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'সোনামণি প্রতিভা'-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ ত্বহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর: ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৭তম সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৩

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **সম্পাদক**
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- **নির্বাহী সম্পাদক**
  রবীউল ইসলাম
- **সহকারী সম্পাদক**
  নাজমুন নাঈম
- **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
  মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয়
  - শুভ কাজ ডান হাতে করো ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
  - আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা ০৬
  - শিশুদের মসজিদমুখী করুন ১০
- হাদীছের গল্প
  - মসজিদে আক্বছা ১৪
- এসো দো'আ শিখি ১৫
- গল্পে জাগে প্রতিভা
  - নদীর পাড়ে একদিন ১৬
- কবিতাগুচ্ছ ১৯
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য
  - মসজিদে আক্বছার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২২
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৬
- শিক্ষাঙ্গন
  - নির্মম হত্যাকাণ্ড ২৮
- সোনামণি সংলাপ ২৯
- সংগঠন পরিক্রমা ৩২
- ভাষা শিক্ষা ৩৬
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৮
- যানবাহনের আদব ৩৯
- কুইজ ৩৯
- সোনামণির গুণাবলী ৪০

শুভ কাজ ডান হাতে করো

আল্লাহ তা'আলার অগণিত নে'মতের অন্যতম হল মানুষের জন্য দু'হাত সৃষ্টি। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত যে মূল্যবান, সেটি কেবল তিনিই বুঝতে পারেন যার কোন একটি অঙ্গ নেই অথবা সেটি ভালোভাবে কাজ করে না। প্রিয় সোনামণিরা! কখনো কি একটু ভেবে দেখেছ, যদি দু'টি হাত না থাকত তাহলে তোমাদের অবস্থা কেমন হত? আল্লাহ তোমাদের যে দু'টি হাত দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে কি? কখনোই পারবে না। গঠনগত দিক থেকে ডান ও বাম দু'টি হাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ব্যবহারের। ইসলাম ডান হাতকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবে। এবং সে তার পরিবারের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে। পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে, সে তার ধ্বংসকে আহ্বান করবে এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৭-১২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খানাপিনাসহ সকল শুভ কাজ ডান দিক থেকে করা পসন্দ করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো, ওযূ করা এবং তার সকল শুভ কাজ ডান দিক দিয়ে করা পসন্দ করতেন' *(বুখারী হা/১৬৮; মিশকাত হা/৪০০)*।

তাই সোনামণিরা সকল ভালো কাজ ডান হাত দিয়ে করবে। বিশেষ করে ভাত, রুটি, মাছ, গোশত, তরকারি, কলা, বিস্কুট, চানাচুর, চকোলেট, চিপস ইত্যাদি ডান হাতে খাবে। এবং পানি, চা, কফি, মধু, দুধ ও শরবত জাতীয় পানীয় ডান হাতে পান করবে। এতে তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের নেকী পাবে। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, সে যেন ডান হাত দিয়ে খায়। আর যখন পান করে, তখন যেন ডান হাত দিয়ে পান করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোনামণিদের ডান হাতে খানাপিনার নিয়ম শিক্ষা দিতেন। ওমর ইবনু আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে ছোট বালক ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার সময় যেখানে সেখানে পড়লে তিনি আমাকে বলেন, 'হে সোনামণি! বিসমিল্লাহ বল, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের কাছ থেকে খাও' *(বুখারী হা/৫৩৭৬)*।

সোনামণিদের অনেকে বন্ধুদের সাথে আধুনিক ফ্যাশান দেখাতে গিয়ে বা এমনিতেই বাম হাতে বিভিন্ন খাবার খায় এবং পানীয় পান করে। সে জানে না যে, এতে বিধর্মীদের অনুসরণ করা হয় এবং শয়তানকে খুশি করা হয়। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। এছাড়া বাম হাতে খাওয়ার ফলে সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের মধ্যেই মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। তাই বাম হাতে খাওয়া ও পান করার বদ অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় ও পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে খায় ও পান করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩)*।

একদা এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বাম হাত দিয়ে কিছু খাচ্ছিল। তিনি তা লক্ষ্য করে তাকে বললেন, 'তুমি ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, আমি পারি না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যেন না পার। অহংকারই ওকে (আদেশ পালনে) বিরত রেখেছে। রাবী সালামা বলেন, সুতরাং (এই বদ দো'আর ফলে) সে আর তার হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি' *(মুসলিম হা/২০২১)*। তবে যার ডান হাতে সমস্যা আছে বা ডান হাত নেই কিংবা ডান হাত ব্যবহারের ক্ষমতা নেই, তার জন্য বাম হাত ব্যবহারে দোষ নেই। অতএব হে সোনামণি! সুন্নাতের অনুসরণে ও শয়তানের বিরোধিতায় পানাহারসহ যাবতীয় শুভ কাজ ডান হাত দিয়ে সম্পন্ন করো। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

মসজিদে আক্বছা

আবু জাহিদ, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছায়, যার চতুস্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১)*।

এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সশরীরে ইসরা প্রমাণে একমাত্র আয়াত। আয়াতে মি'রাজের বড়ত্ব বুঝানোর জন্য 'সুবহানা' বিস্ময়সূচক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। মি'রাজের রাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সশরীরে মসজিদুল হারাম থেকে বোরাকে চড়ে মসজিদুল আক্বছায় ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে জিব্রীলের সাথে ঊর্ধ্বাকাশে সিদরাতুল মুনতাহায় গমন করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন এবং তিনি জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। সিদরাতুল মুনতাহায় গমনের সময় বিভিন্ন আকাশে কয়েকজন নবীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। ফিরে আসার সময় তাঁরা সবাই নেমে এসে তাঁর ইমামতিতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বোরাকে চড়ে ফজরের পূর্বেই মসজিদুল হারামে ফিরে যান *(মুসলিম হা/১৭২)*।

আয়াতের পরবর্তী অংশে মসজিদুল আক্বছার চারপাশ অর্থাৎ ফিলিস্তীনসহ সিরিয়া অঞ্চলের বরকতের কথা বলা হয়েছে। হাদীছে একে শ্রেষ্ঠ জনপদ ও দামেষ্ককে শামের শ্রেষ্ঠ নগরী বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬২৬৭)*। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সহ অসংখ্য নবী এখানে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং এখান থেকে তওহীদের দাওয়াত সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত প্রাক্কালে হযরত ঈসা (আঃ) দামেষ্ক মসজিদের পূর্ব দিকের সাদা মিনারের নিকটে অবতরণ করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্বর ও ফল-ফলাদিতে ভরপুর। তাছাড়া নৌবন্দর থাকায় প্রাচীনকাল থেকেই এখানে মানব সভ্যতা ও ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসবই আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিদর্শন ও ঐ অঞ্চলের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ।

মসজিদে আক্বছা

আবু সাইফ, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلاَّ يَأْتِىَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِىَ الثَّالِثَةَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'সুলায়মান ইবনু দাঊদ (আঃ) যখন বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ শেষ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে তিনটি প্রার্থনা করলেন। ১. আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী ন্যায়বিচার, ২. এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না এবং ৩. যে ব্যক্তি এই মসজিদে কেবল ছালাতের উদ্দেশ্যে আগমন করবে, সে যেন তার গুনাহসমূহ থেকে ঐদিনের মত বের হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল'। অতঃপর নবী (ছাঃ) বললেন, 'প্রথম দু'টি তাকে দেওয়া হয়েছিল, আর আমি আশা করছি তৃতীয়টিও তাকে দেওয়া হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮)*।

হাদীছে ফিলিস্তীনের জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাস বা মসজিদে আক্বছা নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি কা'বার পরে নির্মিত পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ, যা সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে নির্মিত হয়। অতঃপর নবী ইয়াকূব (আঃ) এটি পুনর্নির্মাণ করেন। এর প্রায় ১ হাযার বছর পরে দাঊদ (আঃ)-এর পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা শেষ হয়।

পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর সুলায়মান (আঃ) তিনটি প্রার্থনা করেছিলেন। এর দু'টি তিনি জীবদ্দশায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একটি হচ্ছে ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা আর অন্যটি রাজত্ব।

তৃতীয়ত তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তির সকল গুনাহ মাফের প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর এই প্রার্থনা কবুল হয়েছে কিনা তা তাঁকে জানানো হয়নি। তবে যেহেতু পূর্বের দু'টি কবুল হয়েছে, সেহেতু রাসূল (ছাঃ) এটিও কবুল হবে বলে আশা করেছেন। আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

(২য় কিস্তি)

গত সংখ্যার আলোচনা থেকে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শুকরিয়া আদায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। এক্ষণে প্রশ্ন হল, আমরা কীভাবে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব? আমরা সাধারণভাবে সংক্ষেপে 'আলহামদুলিল্লাহ' (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) বলে শুকরিয়া আদায় করি।

আমরা খাওয়া শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে রিযিক্বদাতা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি। আবার ঘুম থেকে জেগে আমরা দো'আ পড়ি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁরই নিকটে সকলকে ফিরে যেতে হবে *(বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*। এছাড়া আমরা সুস্থতার সময় এবং কোন সুসংবাদ পেলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম যিকর হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর সর্বোত্তম দো'আ হল 'আলহামদুলিল্লাহ' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬)*। এছাড়া শুকরিয়া আদায়ের অন্যান্য মাধ্যমসমূহ আলোচনা করা হল।

১. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন : تَقْوَى اللهِ বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর তাক্বওয়া হল আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সমূহ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাক্বী বান্দাদের সাহায্য করেন। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে' *(আলে ইমরান ৩/১২৩)*।

২. আখিরাতমুখী লক্ষ্য নির্ধারণ : মানুষ দুনিয়াতে তার জন্য নির্ধারিত কিছুদিন

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

জীবন যাপন করে। আর আখিরাত হল চিরস্থায়ী। যে ব্যক্তি আখিরাতের সফলতা কামনা করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না, তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে। আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমি তা হতে তাকে দিয়ে দেই, আর যে আখিরাতের বিনিময় চায়, আমি তা হতে তাকেও দেই এবং আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব' *(আলে ইমরান ৩/১৪৫)*।

৩. নফল ছালাত আদায় করা : ছালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। আল্লাহ সকল মুসলিমের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় ফরয করেছেন। আর আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাগণ আরো বেশি বেশি নফল ছালাত আদায় করে। মুগীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) (দীর্ঘক্ষণ) ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন এমনকি তাঁর দু'পা ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (তাহলে আপনি এতক্ষণ ধরে কেন ছালাত আদায় করেন)? তিনি বললেন, أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?' *(বুখারী হা/৪৮৩৬)*। অর্থাৎ তিনি ছালাত আদায়ের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

৪. সিজদায়ে শোকর : সিজদায়ে শোকর শব্দের সাথে আমরা কম-বেশি পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সুসংবাদ লাভ করলে সিজদা করতেন। এটাই সিজদায়ে শোকর। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর মাথা তুলে বললেন, 'জিবরীল (আঃ) আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে সুসংবাদ দিলেন। ফলে আমি আল্লাহ্র শোকর আদায়ের জন্য সিজদা করলাম' *(বুলূগুল মারাম হা/৩৪৮)*।

৫. নফল ছিয়াম পালন করা : ছিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার এবং প্রতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখসহ

বেশি বেশি নফল ছিয়াম পালন করতেন। অন্যান্য নবীগণও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসলেন এবং ইহূদীদের দেখলেন, তারা আশুরার দিন ছিয়াম পালন করে। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এই দিনে কেন ছিয়াম পালন করছ? তারা বলল, এটা একটি মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাঊন ও তার ক্বওমকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব মূসা (আঃ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এদিনে ছিয়াম পালন করেন। তাই আমরাও এ দিনে ছিয়াম পালন করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরা তোমাদের থেকে মূসা (আঃ) এর অধিক নিকটবর্তী এবং হক্বদার। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐদিন ছিয়াম পালন করলেন এবং ছাহাবীদের ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন *(মুসলিম হা/২৫৪৮)*।

৬. আল্লাহ্র ইবাদতে মনোযোগী হওয়া : আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানব জাতির সৃষ্টি। ইবাদত শুধু ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এর পদ্ধতিতে করলে প্রতিটা কাজই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করা, খাওয়া শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সবই ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 'বরং তুমি স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(যুমার ৩৯/৬৬)*।

৭. শুকরিয়া আদায়ের দো'আ : সুলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনী জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে সমবেত করে সেনা পরিচালনা করে পিপীলিকা এলাকায় পৌঁছলে তিনি শুনতে পেলেন, পিপীলিকাদের সরদার সবাইকে বলছে, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথা সুলায়মান ও তাঁর সেনাবাহিনীর পায়ের নিচে চাপা পড়তে পার। সুলায়মান (আঃ) উক্ত কথা শুনে মুচকি হাসলেন ও আল্লাহ্র নে'মতের শুকরগুজার করে বললেন, رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নামল ২৭/১৯)*।

৮. আল্লাহ্র নিকট তাওফীক চাওয়া : আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজই সম্ভব নয়। তাই নিজের চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ্র নিকট তাঁর ইবাদত ও শুকরিয়া আদায় করতে পারার তাওফীক কামনা করতে হবে। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমার হাত ধরে বললেন, 'হে মু'আয আল্লাহ্র শপথ অবশ্যই আমি তোমাকে ভালোবাসি। আল্লাহ্র শপথ অবশ্যই আমি তোমাকে ভালোবাসি'। অতঃপর বললেন, 'আমি তোমাকে একটি অছিয়ত করছি হে মু'আয। তুমি প্রত্যেক ছালাতের পরে বলবে اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 'হে প্রভু! তুমি আমাকে সাহায্য কর, যেন আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি' *(আবু দাউদ হা/১৫২২)*।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। তবে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আমরা জান্নাতের সুমিষ্ট শরাব পান করতে পারব। অন্যথায় আগুনের বেড়ি ও জাহান্নাম আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক। আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকল, বেড়ী ও প্রজ্বলিত অগ্নি। নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা কর্পূর মিশ্রিত পানপাত্র থেকে পান করবে' *(দাহর ৭৬/৩-৫)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন-আমীন!

শিশুদের মসজিদমুখী করুন

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম বাবা-মা ও অভিভাবকই চান যে, তার সন্তান ছালাত আদায়কারী ও সৎ চরিত্রের অধিকারী হোক। কিন্তু তারা বাস্তবে সেজন্য কোন প্রচেষ্টা করেন না। নিজেরা নিয়মিত মসজিদে গেলেও সন্তানকে মসজিদে নিয়ে যান না। অনেক সময় শিশু মসজিদে যেতে চাইলেও নানা অযুহাতে তাকে বাসায় রেখে যান।

বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে মসজিদে না গেলে মসজিদে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত হবে কীভাবে? জামা'আতের সঙ্গে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব বুঝবে কী করে? মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে, শিশু বয়স থেকেই তাকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে যেতে হবে। তবেই সন্তান হবে ছালাত আদায়কারীও সৎ চরিত্রের অধিকারী। তাহলেই সুন্দর, নিরাপদ ও তাক্বওয়াশীল সমাজ গড়ে উঠবে।

শিশুদের মসজিদমুখী করার গুরুত্ব : আল্লাহ তা'আলা বলেন, اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 'তুমি তোমার প্রতি ওহীকৃত কিতাব (কুরআন) পাঠ কর এবং ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই হল সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল যে, অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) ছালাত পড়ে। অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, 'তার রাত্রি জাগরণ সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ' *(আহমাদ হা/৯৭৭৭; মিশকাত হা/১২৩৭)*। অতএব অন্যায় ও অশ্লীলতা মুক্ত সুন্দর প্রজন্ম গড়তে হলে শিশুদের ছালাতে অভ্যস্ত করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হোসাইনকে মসজিদে নিয়ে আসতেন। এমনকি তারা ছালাতের সময় রাসূলের ঘাড়ে উঠে বসতেন। আব্দল্লাহ ইবনু

শাদ্দাদ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক এশার ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হোসাইন (রাঃ)-কে বহন করে আনছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে রেখে দিলেন। তারপর ছালাতের জন্য তাকবীর বললেন ও ছালাত আদায় করলেন। ছালাতের মধ্যে একটি সিজদা লম্বা করলেন। রাবী আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা (শাদ্দাদ) বলেন, আমি আমার মাথা উঠালাম এবং দেখলাম, ঐ ছেলেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিঠের উপর রয়েছে। আর তিনি সিজদারত। তারপর আমি আমার সিজদায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আপনার ছালাতের মধ্যে একটি সিজদা এত লম্বা করলেন যাতে আমরা ধারণা করলাম, হয়তো কোন ব্যাপার ঘটে থাকবে অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তিনি বললেন, 'এর কোনটাই ঘটেনি। বরং আমার এ সন্তান আমাকে সওয়ারী বানিয়েছে। ফলে আমি তাড়াতাড়ি উঠতে অপসন্দ করলাম, যেন সে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে' *(নাসাঈ হা/১১৪১)*।

মসজিদের পাশ্ববর্তী বাসা-বাড়ির শিশুরা আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে যেতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। অনেক অভিভাবক নিজেরা ছালাতে গেলেও শিশুদের মসজিদে নিয়ে যেতে চান না। আবার অনেক মুছল্লী আছেন যারা শিশুদের মসজিদে আসাকে বিরক্ত মনে করেন। এমনটি হলে মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে উঠবে না। বরং নানাবিধ অপরাধ ও কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়বে আমাদের শিশু-কিশোররা। অন্যায়-অত্যাচারে ছেয়ে যাবে ভবিষ্যৎ সমাজ।

শিশুর ছুটাছুটি, চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে তাদের বুঝাতে হবে যে, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। এখানে নিরবে সুন্দর ও উত্তম পরিবেশে আল্লাহ্র ইবাদত করতে হয়। তবেই শিশু শিখবে মসজিদের আদব। আর এসব শিশুদের পদচারণায় আবাদ হবে মসজিদ। গঠন হবে সুন্দর ও অপরাধমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ।

মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তুলতে করণীয়

১. প্রত্যেকে নিজ সন্তানকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতসহ জুম'আর ছালাতে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে।

২. শিশুকে বুঝাতে হবে মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। এখানে চিৎকার, কান্নাকাটি বা দুষ্টুমি করলে আল্লাহ পাপ দিবেন। তাদের বড়দের সম্মানের প্রশিক্ষণ দিতে

হবে। এভাবে নিয়মিত বুঝালে একসময় শিশু মসজিদের পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

৩. নিজ নিজ সন্তানকে নিজের সঙ্গে রাখতে হবে এবং মসজিদে যাতে দুষ্টুমি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ না করে মসজিদের আদবসমূহ শেখাতে হবে।

৪. মুছল্লীদের ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের জন্য শিশু-কিশোরদের মসজিদে নিয়ে আসা যরূরী।

৫. শিশুদের কাতারের মধ্য থেকে বের করে পেছনে পাঠানো যাবে না। কারণ পেছনে সব শিশু একত্র হলে চিৎকার কিংবা শোরগোল বেড়ে যাবে। আর তাতে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠবে।

৬. সম্ভব হলে ছালাতের বাইরেও মসজিদে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং তাদের ইসলামী আদবসমূহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. মসজিদে নিয়ে আসা থেকে বেঁচে থাকতে কোনোভাবেই শিশুর সামনে মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করানো ঠিক নয়। কারণ একদিকে মিথ্যা অজুহাতে যেমন গোনাহ হয় আবার সন্তানও মসজিদ বিমুখ হয়ে পড়ার আশংকা তৈরি হয়। বড় হওয়ার পর চাইলেও এ সন্তানের মসজিদমুখী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দু'টি অনুপ্রেরণা : সম্প্রতি সময়ে শিশু-কিশোরদের মসজিদমুখী করতে দেশে কিংবা দেশের বাইরে নানা আয়োজনের খবর পাওয়া যায়।

১. ৪ঠা নভেম্বর ২০২২ শুক্রবার ঢাকার মিরপুর ডিওএইচএস সেন্ট্রাল জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ২৩০ জন শিশু-কিশোরকে নিয়মিত এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করায় সাইকেল পুরস্কার দেয়। দেশের প্রায় সকল দৈনিক পত্রিকা ও নিউজ চ্যানেলে সংবাদটি প্রচার করা হয়। মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানান, এমন আয়োজনে মসজিদে মুছল্লী সংখ্যা বেড়েছে। শিশুদের সাথে সাথে তাদের অভিভাবকরা মসজিদে আসতে শুরু করেছেন। শিশুদের অভিভাবকরা জানান, তাদের সন্তানরা নিয়মিত মসজিদে আসার মাধ্যমে নিয়মানুবর্তীতা ও সুশৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

২. মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়তে এক ইমামের ঘোষণাকে আমরা নিজেদের জন্য উপদেশ হিসাবে নিতে পারি। তিনি মসজিদে ঘোষণা করেছিলেন- '১২ বছরের নিচে যত বাচ্চা মসজিদে আসবে প্রত্যেক ওয়াক্তে তাদের জন্য থাকবে ২টি

করে চকোলেট। আবার যারা নিয়মিত আসবে তাদের জন্য থাকবে সাপ্তাহিক পুরস্কার। যা প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ এশার ছালাত পরে ঘোষণা করা হবে'। কিছু দিনের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন, 'বাচ্চাদের মসজিদমুখী করে ছালাত ও অপরাধমুক্ত সুন্দর জীবন গঠনে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা ভালোই কাজে লেগেছে। যদিও ভেবেছিলেন হয়তো এ আহ্বানে তেমন সাড়া পাবে না। কিন্তু আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, এ ঘোষণায় এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ যেতে না যেতেই মসজিদে শিশুদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি চকোলেট (৫৮) পাওয়া ৮ বছরের শিশু ছালেহকে সাপ্তাহিক পুরস্কার হিসাবে জ্যামিতি বক্স প্রদান করা হয়।

মনে রাখতে হবে যদি ছোট্ট বয়স থেকে শিশুকে মসজিদমুখী করা না যায়, শিশুদের পদচারণায় মসজিদ মুখরিত না হয় তাহলে আগামীর সমাজ নিয়ে ভাবতে হবে। অশান্ত আর পাপাচারপূর্ণ এক সমাজের অপেক্ষা করতে হবে।

আফসোসের বিষয়! পাড়া, মহল্লা, উপযেলা, যেলা কিংবা বিভাগীয় শহরসহ অনেক স্থানে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ প্রতিষ্ঠা হলেও শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই মুছল্লী শূন্য থাকে এসব মসজিদ। যে কারণে নানা পুরস্কার কিংবা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে শিশু-কিশোরদের মসজিদমুখী করার প্রয়োজন হয়। মসজিদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হলে আদর্শ প্রজন্ম গড়ে উঠবে। সুন্দর ও অপরাধমুক্ত সমাজ তৈরি হবে। সমাজে অশান্তি ও অন্যায় কমে যাবে। মাদকের ছোবল, কিশোর গ্যাঙের অভিশাপ ও আত্মহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্ত হবে আমাদের সমাজ।

শিশুদের জন্য মসজিদ শুধু ছালাতের স্থানই নয়, বরং তারা মসিজদে খেলাধুলা করবে, দৌড়াদৌড়ি করবে, আনন্দ করবে। আর ছালাতের সময় হলে ইমামের সঙ্গে জামা'আতে অংশগ্রহণ করবে। পাড়া কিংবা মহল্লার সব শিশু মসজিদে এলে পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হবে। মুরব্বিরা পাবে যথাযথ সম্মান। সুন্দর সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হবে। পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে আজকের শিশু। যারা হবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

আসুন, প্রতিদিনের ছালাতসহ জুম'আর ছালাতে শিশুদের নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হই। শিশুদের পদচারণায় মুখরিত হোক মসজিদ প্রাঙ্গন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

মসজিদে আক্বছা

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মসজিদে আক্বছা বা বায়তুল মুক্বাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ১৬ বা ১৭ মাস এদিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর কা'বাকে ক্বিবলা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

বারা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আসলেন, তখন ১৬ বা ১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করতে পসন্দ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা আকাশের দিকে বারবার তোমার তাকানো দেখি। সুতরাং অবশ্যই আমরা তোমাকে সেই ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দিব যাকে তুমি পসন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের (কা'বা গৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানে থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা'বার দিকে) ফিরিয়ে দাও। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই সত্য তাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে। আর আল্লাহ তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)*। অতএব তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাঁর সঙ্গে এক ব্যক্তি আছরের ছালাত আদায় করল, তারপর বেরিয়ে গেল। সে আনছারদের (ছালাতরত) এক গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল এবং সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে, সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করে এসেছে। আর নিশ্চয় তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তারাও দিক পরিবর্তন করল। এ সময় তারা আছরের ছালাতে রুকূ অবস্থায় ছিলেন (*বুখারী হা/৭২৫২*)।

শিক্ষা :

১. মুসলমানরা কা'বা ঘরের ইবাদত করে না। বরং আল্লাহ্র হুকুম পালন করে। সেকারণ তারা আল্লাহ্র আদেশ আসা পর্যন্ত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করত।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের খবর জানেন। সেকারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কা'বার প্রতি আগ্রহ বুঝতে পেরেছিলেন।

৩. ছালাতে দাঁড়ানোর সময় ক্বিবলা চিনতে ভুল হলে এবং পরবর্তীতে বুঝতে পারলে ছালাতরত অবস্থায় ক্বিবলামুখী হতে হবে।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

৩০. ঋণ পরিশোধ করার জন্য সাহায্য চেয়ে দো'আ :

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালালের সাহায্যে হারাম হতে বাঁচাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষিতা হতে বাঁচাও'।

ফযীলত : পাহাড় পরিমাণ ঋণের বোঝা থাকলেও উক্ত দো'আর বদৌলতে আল্লাহ তা পরিশোধ করার সামর্থ্য দিবেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২৪৪৯)*।

৩১. চোখ, কান, জিহ্বা, মন এর অপকারিতা হতে পরিত্রাণের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَشَرِّ بَصَرِيْ وَشَرِّ لِسَانِيْ وَشَرِّ قَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন শাররি সাম'ঈ ওয়া শাররি বাছারী ওয়া শাররি লিসা-নী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা হতে আশ্রয় চাই' *(আবুদাঊদ হা/১৫৫১; মিশকাত হা/২৩৫৮)*।

৩২. অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হ'তে পরিত্রাণের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ والْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়াযযিল্লাতি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হতে আশ্রয় চাই। আরও আশ্রয় চাই অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে' *(আবুদাঊদ হা/১৫৪৪; মিশকাত হা/২৪৬৭)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৩-৮৪)।

নদীর পাড়ে একদিন

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মামার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর চলে এসেছে ওরা। ওরা মানে আব্দুল্লাহ, সাজিদ, শফীক্ব আর নিযাম। গ্রামের মেঠো পথ, পথের দুপাশে সবুজ ফসলের মাঠ, বিভিন্ন গাছ-গাছালি ইত্যাদি দেখতে দেখতে ওরা হেঁটে চলেছে। তাছাড়া রূপালী বিকেলের পরিবেশটাও দেহ আর মনে অন্যরকম এক আবেশ তৈরি করছে। আর হবেই না কেন! চারদিকে তো আলো-ছায়ার লুকোচুরি আর ঝিরিঝিরি হাওয়ার সংগীত। আরো সামনে হাঁটতে হাঁটতে মামা বললেন,

আছর পরে বের হয়েছি
এলাম অনেক পথ
কোথাও গিয়ে বসবো কিনা
জানাও মতামত।

মামার মধ্যে একটা কবিয়াল ভাব আছে। ছন্দে ছন্দে কথা বলেন। আব্দুল্লাহও ঝটপট বলে উঠলো, মামা ওই তো, ওই বড় গাছটার নিচে গিয়ে বসি। নিযাম বললো, না। আমরা আর একটু হেঁটে নদীর ধারে যাই। দূর্বা ঘাসের নরম গদিতে বসে গল্প করি। সবার পরামর্শে নদীর ধারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবারও ছড়া কেটে মামা বললেন,

আচ্ছা চলো আমরা সবাই
আগে নদীর ধারে যাই
দূর্বা ঘাসের পিঠে বসে
কোমল হাওয়া খাই।

নদীর কলকল ছুটে যাওয়া আর ঝিরিঝিরি বাতাসের মাঝে চলছে ওদের খোশগল্প। আব্দুল্লাহ বলল, মামা আপনি তো অনেক কিছু জানেন। আপনি যে ছড়ায় বললেন হাওয়া খাই, হাওয়া কি খাওয়া যায়? নিযাম বলল, মামা ওটা মজা করে বলেছেন। গ্রামের মিষ্টি হাওয়াতে প্রাণ নেচে ওঠে। শরীরে পুলক অনুভূত হয়। মনে হয় হাওয়াগুলো খপ করে ধরে গপ করে গিলে ফেলি। তাই হাওয়া খাওয়ার কথা বলেছেন। মামা বললেন, আচ্ছা থাক ওসব কথা

এখন তোমাদের আমি একটা গল্প শোনাব। তার আগে তোমরা আমাকে বলো তোমাদের লেখাপড়ার খবর কী? তোমাদের সোনামণি প্রতিভায় কিছু লিখতে বলেছিলাম। তোমরা কি নিয়মিত লেখার চেষ্টা কর?

এতক্ষণ সবার মুখে মিষ্টি কথার ফুল ফুটলেও লেখাপড়া আর সোনামণি প্রতিভার কথা শুনে সবাই ভেজা মুড়ির মতো চুপসে গেল। তাই মামা পরিবেশটা সুন্দর করতে সোনামণি জাগরণি গাইলেন,

এসো সোনামণি! এসো জলদি করি!!
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি।
শিশু-কিশোরদের মাঝে আনি ইসলামী চেতনা
ব্যক্তি সমাজ গড়ে করি আল্লাহ সন্তোষ কামনা।
এসো সোনামণি! এসো জলদি করি!!

এবার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলো ওরা। মামার মিষ্টি কণ্ঠের মধুর জাগরণি শুনে আরো ক'জন ছেলে এসে যোগ দিলো তাদের সাথে। মামা ওদের সাথে পরিচয় ও কুশল বিনিময় করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে কৌশলে সোনামণি প্রতিভার পাশাপাশি ইসলামী আক্বীদা, গল্প, কবিতা, ইসলামিক বই পড়ার গুরুত্ব বুঝালেন।

সাজিদ ও শফীক্ব বলল, মামা! আপনি কুরআন ও হাদীছ চর্চা করেন। আপনারা লিখবেন আমরা পড়ব আর সেখান থেকে শিখব। মামা বলল, আমরা তো চিরদিন থাকব না তখন কে লিখবে? দেখছ না অনেক বড় বড় আলেম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু তাদের লিখিত কিতাব রয়ে গেছে। আর তা থেকে হাযারও মানুষ জ্ঞান অর্জন করছে। আর তারা কবরে থেকে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্র নেকী পাচ্ছে।

তোমরা কি বড় আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ হতে চাও না? সবাই বলে উঠল, হ্যাঁ। মামা বললেন, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়্যিম, শাহ ইসমাঈল শহীদ, আব্দুল্লাহেল কাফী অনেক বই লিখেছেন। তারা কি একদিনে এত সুন্দর লিখতে পেরেছেন নাকি অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে? তোমাদেরও অনেক কষ্ট করতে হবে।

তোমরা তো খরগোশ আর কচ্ছপের ঐ গল্পটা জানো। খরগোশ ধীরে ধীরে একটানা চলার ফলে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তেমনি তোমরা যদি প্রতিদিন একটু একটু করে লিখ তাহলে তোমরাও অনেক উন্নতি করতে পারবে। আর লেখার জন্য দরকার অনেক বই পড়া। নিযাম বলল, মামা! যদি কোন কাজ নিয়মিত করা হয় আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন।

আর তোমরা সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পাঠ করবে। সেখানে মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রাসূল (ছাঃ) এর জীবনী লেখা আছে। তাঁর জীবনের গল্প পড়ে তোমরা আদর্শবান হতে পারবে। নিযাম বলল, মামা ঐ মি'রাজের গল্পটা শোনাও না!

মি'রাজের ঘটনা কম-বেশি সবার জানা। মামা তাদের কতবার বলেছেন! তাই তিনি নিজে গল্পটা না বলে তাদের থেকে শুনার জন্য ছড়ায় ছড়ায় বললেন,

তোমার থেকে প্রশ্ন এলো
তুমিই শোনাও গল্প
আমরা এখন শুনবো সবাই
সময় নিবে অল্প।

আব্দুল্লাহ বলল, মামা আপনিই বলেন। মামা বললেন, রাসূল (ছাঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তোমরা জানো? সবাই বলল, মক্কায়। তোমরা কি জানো বায়তুল মুক্বাদ্দাস কোথায় অবস্থিত? সবাই একে অপরের দিকে তাকালো। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। মামা বললেন, বর্তমান ফিলিস্তীনের জেরুজালেমে। তখন তো গাড়ি বা উড়োজাহাজ ছিল না। মানুষ উট ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বা পায়ে হেঁটে চলাচল করত। তখন মক্কা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত ভ্রমণ করতে প্রায় ২ মাস সময় লাগত। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এক রাতে মক্কার কা'বা ঘর থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভ্রমণ করেছিলেন। সেখান থেকে আকাশে আরোহণ করে জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করেন এবং পূর্ববর্তী নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আসার সময় সকল নবীদের ইমামতি করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায় করে মক্কায় ফিরে আসেন। এসবই এক রাতে ঘটেছিল।

তাদের সাথে পরে যোগ দেওয়া একটি ছেলের নাম ছিল জাহিদ। সে বলল, এক রাতে এত কিছু কীভাবে সম্ভব? মামা বললেন, এটাই তো আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর নবুঅতের প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে সবই সম্ভব।

আসরটা বেশ জমে উঠেছে। একজন মধ্যবয়সী লোককে ঘিরে বসে আছে ১০/১২ জন সোনামণি। সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু সূর্য মামা পশ্চিম আকাশে আর বসে থাকতে পারলেন না। ঢলে পড়লেন নদীর ওপারে দিগন্তের কোলে। দূর থেকে ভেসে এলো আযানের ধ্বনি। আসর ভেঙে মামা বললেন,

আজ এখানে ঘুরতে এসে
ভালো লাগলো খুব
কালকে সবাই আসবো আবার
গল্পে দেবো ডুব।

কবিতা গুচ্ছ

জান্নাতের স্বপ্ন

আব্দুল্লাহ আল-মারূফ
সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

বুকের মাঝে অনুরাগে
জান্নাতের স্বপ্ন আঁকা,
প্রভুর কাছে চাই সে জীবন
হেদায়াতের সুবাস মাখা।

রবের পথে চলতে শিখেছি
নবী-রাসূলের কাছে,
কুরআন-হাদীছের পাতায় পাতায়
হেদায়াতের নূর আছে।
মোদের তরে নবীর পথে
নাজাতের পাথেয় রাখা- ঐ

শত নিন্দার বাঁধন টুটে
অহির পথে আসি,
ইবাদতের রসদ দিয়ে
হৃদয় যমীন চাষি।
আঁকড়ে যেন থাকতে পারি
দ্বীন-ঈমানের সব শাখা-ঐ

নেক আমলের পুষ্প দিয়ে
গেঁথে তুলি মালা,
তওবা দিয়ে ঝেড়ে ফেলি
পাপের সকল ডালা।

ফেরদাউসে পৌঁছে যেন
এই জীবনের চাকা।-ঐ

হঠাৎ মরণ

আব্দুল্লাহ আল-মারূফ
সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

হঠাৎ যখন মরণ এসে
নামবে আমার জীবন ঘিরে
মায়া বাঁধন ছিন্ন করে
প্রভুর কাছে যাব ফিরে ॥

হালাল-হারাম বুঝে না বুঝে
কত টাকা করেছি কামাই,
আখেরাতের পুঁজির হিসাব
কভু আমি করিনি যাচাই ॥
স্বজন সবাই রাখবে ঢেকে
নিথর দেহ মাটির নীড়ে -ঐ

চলে যাওয়ার সময় যখন
আসবে আমার জীবন সাঁঝে
টাকা-কড়ি, গাড়ী-বাড়ী
আসবেনা আর কোন কাজে।

গোপন পাপের চোরাবালিতে
ধ্বসে গেল নেকীর ডালি,
ছালাত বিহিন ঘোর আবেশে
কাটল আমার জীবন ফালি ॥
প্রভুর কাছে চাইনি ক্ষমা
মরণ এলো আমার দ্বারে ঐ

কঠিন বিপদে অসহায় অবস্থায় কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য চাইতে হবে।
-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মসজিদে আক্বছার পরিচিতি ও ইতিহাস

যহুরুল ইসলাম, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল-কুদস, মসজিদুল আক্বছা বা বায়তুল মাক্বদিস কিংবা বায়তুল মুক্বাদ্দাস। পৃথিবীর বরকতময় ও স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তীনের সুন্দর সুশোভিত প্রাচীনতম জেরুজালেম শহরে অবস্থিত মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা ও পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সমগ্র মুসলিম জাতির প্রাণস্পন্দন। উক্ত মসজিদের পরিচিতি, ইতিহাস ও কাঠামো সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হল :

নামকরণ : আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে একে মসজিদুল আক্বছা নামে অভিহিত করেছেন। যার অর্থ দূরবর্তী মসজিদ। ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনা হতে এর অবস্থান দূরে হওয়ায় এমন নামকরণ করা হতে পারে। ইতিহাসবিদ ইবনে তাহমিয়া বলেছেন, 'আসলে সুলায়মান (আঃ)-এর তৈরি সম্পূর্ণ উপাসনার স্থানটির নামই হল মসজিদুল আক্বছা'।

এর আরেকটি প্রসিদ্ধ নাম হল বায়তুল মাক্বদিস বা বায়তুল মুক্বাদ্দাস। যার অর্থ পবিত্র ঘর বা পুণ্যভূমি। এটি বাস্তবে মুসলমান ছাড়াও ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের নিকটেও পবিত্র স্থান। এটি অনেক নবী-রাসূলের ইবাদতের স্থান। মি'রাজের রাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এই মসজিদে সকল নবীর ইমামতি করে ছালাত আদায় করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমরা এর চতুর্পার্শ্বকে করেছি বরকত মণ্ডিত' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১)*।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : কা'বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম (আঃ)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত ইয়াকূব (আঃ) তা পুনর্নির্মাণ করেন। তার প্রায় হাযার বছর পরে দাঊদ (আঃ) তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। এই কাজগুলি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় হযরত

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

সুলায়মানের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হ'ল। আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলো না, খসলো না বা পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান (আঃ)-এর লাশ মাটিতে পড়ে যায়। উক্ত কথাগুলি আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ 'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানতো, তাহলে তারা (মসজিদ নির্মাণের) এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না' *(সাবা ৩৪/১৪)*। সুলায়মানের মৃত্যুর এই ঘটনা আংশিক কুরআনের আলোচ্য আয়াতের এবং আংশিক ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে *(ইবনে কাছীর)*।

সংস্কারসমূহ : খলীফা ওমর (রাঃ) বর্তমান মসজিদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের যুগে মসজিদটি পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত হয়। এই সংস্কার ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র খলীফা প্রথম আল ওয়ালীদের শাসনামলে শেষ হয়। ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলীফা মনছূর এটি পুনর্নির্মাণ করেন। পরে তার উত্তরসুরি মাহদী এর পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরেকটি ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফাতেমীয় খলীফা আলী আয-যাহির পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করেন যা বর্তমান অবধি টিকে রয়েছে।

বিভিন্ন শাসকের সময় মসজিদটিতে অতিরিক্ত অংশ যোগ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে গম্বুজ, আঙ্গিনা, মিম্বর, মিহরাব, অভ্যন্তরীণ কাঠামো। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করার পর তারা মসজিদটিকে একটি প্রাসাদ এবং একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত কুব্বাত আস সাখরাকে গির্জা হিসাবে ব্যবহার করত। সুলতান ছালাহুদ্দীন জেরুজালেম পুনরায় জয় করার পর মসজিদ হিসাবে এর ব্যবহার পুনরায় শুরু হয়। আইয়ূবী, মামলূক, ওছমানীয়, সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিল ও জর্ডানের তত্ত্বাবধানে এর নানাবিধ সংস্কার করা হয়। বর্তমানে পুরনো শহর ইসরায়েলী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তবে মসজিদটি জর্ডানি/ফিলিস্তীনী নেতৃত্বাধীন ইসলামী ওয়াক্বফের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

মসজিদের অবস্থান ও কাঠামো : বর্তমানে 'আল-আক্বছা' মসজিদ বলতে বোঝায় কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ ও বুরাক মসজিদ (৩টির) এর সমন্বয় যা 'হারাম শরীফ' এর চার দেয়াল এর মধ্যেই অবস্থিত।আয়াতাকার আল-আক্বছা মসজিদ ও এর পরিপার্শ্ব মিলিয়ে আকার ১,৪৪,০০০ বর্গমিটার, তবে শুধু মসজিদের আকার প্রায় ৩৫,০০০ বর্গমিটার এবং ৫,০০০ মুছল্লী ধারণ করতে পারে। মসজিদটি ৮৩ মিটার দীর্ঘ, ৫৬ মিটার (১৮৪ ফুট) প্রশস্ত সম্মুখবর্তী কুব্বাত আস সাখরায় মূল বাইজেন্টাইন স্থাপত্য দেখা গেলেও মসজিদুল আক্বছায় প্রথম দিককার ইসলামী স্থাপত্য দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে গম্বুজ, আঙ্গিনা, মিম্বার, মিহরাব, অভ্যন্তরীণ কাঠামো।

অভ্যন্তরভাগ : আল-আক্বছা মসজিদে সাতটি হাইপোস্টাইল অংশ রয়েছে এবং এর সাথে মসজিদের দক্ষিণ অংশের পূর্ব ও পশ্চিমে ছোট অংশ রয়েছে। আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় আমলের ১২১টি স্টেইনড গ্লাসের জানালা রয়েছে। এগুলোর এক চতুর্থাংশ ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগে ৪৫টি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩৩টি সাদা মার্বেল এবং ১২টি পাথরের তৈরি। স্তম্ভের শীর্ষ চার প্রকারের : কেন্দ্রীয়গুলো ভারি এবং পুরনো শৈলীর। গম্বুজের নিচেরগুলো করিন্থিয়ান ধাচের এবং ইতালীয় সাদা মার্বেলে তৈরি। পূর্বের শীর্ষ ভারি ঝুড়ি আকৃতির এবং পূর্ব ও পশ্চিমেরগুলোও ঝুড়ি আকৃতির। স্তম্ভ এবং জোড়গুলো কাঠের বীম দ্বারা যুক্ত।

মসজিদের একটি বড় অংশ চুনকাম করা। কিন্তু গম্বুজের ড্রাম এবং এর নিচের দেয়াল মোজাইক ও মার্বেল সজ্জিত। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ইতালীয়

শিল্পী কর্তৃক কিছু রঙ্গিন কাজ পুনরুদ্ধার করা হয়। মিশরের বাদশাহ ফারূক সিলিঙের রঙের জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন।

মিম্বার : জেংকী সুলতান নূরুদ্দীন জেংকী আলেপ্পোর কারিগর আখতারিনিকে মিম্বার নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুযালেম উদ্ধার করার পর এই মিম্বার মসজিদে উপহার হিসাবে দেয়ার কথা ছিল। এটি নির্মাণে ছয় বছর লাগে (১১৬৮-৭৪)। কিন্তু নূরুদ্দীন জেরুজালেম জয় করার আগে মারা যান। ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ছালাহুদ্দীন জেরুজালেম জয় করেন এবং মিম্বরটি মসজিদে স্থাপন করেন।

এর কাঠামো হাতির দাঁত এবং সুন্দরভাবে কাটা কাঠ দিয়ে গঠন করা হয়েছিল। আরবী ক্যালিগ্রাফি, জ্যামিতিক ও ফুলের নকশা এর কাঠের উপর

খোদিত হয়। ডেনিস মাইকেল রোহান এটি ধ্বংস করার পর এর স্থলে অন্য মিম্বর বসানো হয়। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ইসলামী ওয়াক্বফের প্রধান আদনান আল-হুসাইনী বলেন যে একটি নতুন মিম্বর স্থাপন করা হবে। ফেব্রুয়ারীতে এই মিম্বর স্থাপন করা হয়। ছালাহুদ্দীনের মিম্বারের নকশার ভিত্তিতে জামীল বাদরান এটি নির্মাণ করেন। এটি জর্ডানে নির্মিত হয় এবং কারিগররা প্রাচীন কাঠখোদাই প্রক্রিয়ায় কাজ করেছেন। এটি যুক্ত করার পেরেকের বদলে কীলক ব্যবহার করা হয়।

গম্বুজ : উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মিহরাবের সম্মুখে নির্মিত গম্বুজগুলোর মধ্যে টিকে রয়েছে এমন কয়েকটি গম্বুজের মধ্যে আল-আক্বছার গম্বুজ অন্যতম। কিন্তু আব্দুল মালিকের নির্মিত গম্বুজ বর্তমানে নেই। বর্তমান গম্বুজটি আয-যাহির নির্মাণ করেছিলেন এবং এটি সীসার এনামেলওয়ার্ক আচ্ছাদিত কাঠ দ্বারা নির্মিত। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কংক্রিটে গম্বুজ পুনর্গঠিত হয় এবং সীসার

এনামেলওয়ার্কের পরিবর্তে এনোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আয-যাহিরের সময়কার মূল নকশা ফিরিয়ে আনার জন্য এলুমিনিয়ামের কভারের বদলে পুনরায় সীসা স্থাপন করা হয়।

মিনার : দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম পাশে মোট চারটি মিনার রয়েছে। সর্বশেষ জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ পঞ্চম মিনার নির্মাণের ইচ্ছা ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

আল-ফাখারিয়া মিনার : ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আল-ফাখারিয়া মিনার আল-আক্বছা মসজিদের চারটি মিনারের মধ্যে প্রথম নির্মিত হয়। প্রথাগত সিরিয়ান শৈলীতে এটি নির্মিত হয়। এর ভিত্তি ও উলম্ব অংশ বর্গাকার এবং এটি তিনতলা বিশিষ্ট। মুওয়াযযিনের বারান্দা দুই লাইন বিশিষ্ট মুকারনাস দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে। কলুংগি ঘিরে রয়েছে একটি বর্গাকার অংশ যা একটি সিসা আচ্ছাদিত পাথরের গম্বুজে শেষ হয়।

গাওয়ানিমা মিনার : দ্বিতীয়টি গাওয়ানিমা মিনার বলে পরিচিত। এটি ১২৯৭-৯৮ খ্রিষ্টাব্দে স্থপতি ক্বাযী শরফুদ্দীন আল-খলীলী কর্তৃক নির্মিত হয়। এটি ছয় তলা উঁচু এবং হারাম প্রাঙ্গণের সর্বোচ্চ মিনার। এই দুটি টাওয়ার সম্পূর্ণভাবে পাথরের তৈরি, শুধু মুওয়াযযিনের বারান্দার শামিয়ানা কাঠের তৈরি। শক্ত কাঠামোর কারণে গাওয়ানিমা মিনার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মিনারটি পাথরের ছাচ ও গ্যালারির মাধ্যমে কয়েকটি তলায় বিভক্ত। প্রথম দুই তলা প্রশস্ত এবং টাওয়ার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরের চারটি তলা সিলিন্ডার আকৃতির ড্রাম এবং কন্দ আকৃতির গম্বুজ নিয়ে গঠিত। প্রথম দুই তলায় সিঁড়ি বাইরে অবস্থিত। কিন্তু তৃতীয় তলা থেকে মুওয়াযযিনের বারান্দা পর্যন্ত সিঁড়ি মিনারের ভেতরে পেচানোভাবে অবস্থিত।

তানকিজ মিনার : ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার মামলূক গভর্ণর তানকীয তৃতীয় মিনার নির্মাণের আদেশ দেন যা বাব আস-সিলসিলা নামে পরিচিত। এটি মসজিদের পশ্চিমে অবস্থিত। এই মিনার ঐতিহ্যবাহী সিরিয়ান বর্গাকার টাওয়ার রীতিতে নির্মিত এবং সম্পূর্ণ পাথর দ্বারা তৈরি।

আল-আসবাত মিনার : এই সর্বশেষ মিনারটি ১৩৬৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এটি মিনারাত আল-আসবাত নামে পরিচিত। এটি সিলিণ্ডার আকৃতির পাথরের

উত্থিত অংশ দ্বারা গঠিত যা পরবর্তী কালের ওছমানীয় সুলতানরা নির্মাণ করেছিলেন। এটি মামলূক নির্মিত বর্গাকার ভিত্তির উপর ত্রিকোণাকার রূপান্ত রের অংশ থেকে উঠেছে। এটি বৃত্তাকার জানালা যুক্ত যার শেষ প্রান্তে কন্দ আকৃতির গম্বুজ রয়েছে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পের পর গম্বুজটি পুনর্নির্মাণ করা হয়।

জাবাল আয-যয়তুনের মিনার : মসজিদের পূর্ব পাশে কোনো মিনার নেই। তবে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ পঞ্চম মিনার নির্মাণের ইচ্ছা ঘোষণা করেন যা জাবাল আয-যয়তুনের দিকে থাকবে। এই মিনার জেরুজালেমের পুরনো শহরের সবচেয়ে সুউচ্চ বলে পরিকল্পিত।

ওযূর স্থান : মসজিদের প্রধান ওযূর স্থান আল-কাস (কাপ) নামে পরিচিত। এটি মসজিদের উত্তরে মসজিদ ও কুব্বাত আস সাখরার মধ্যে অবস্থিত। ৭০৯ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়ারা এটি নির্মাণ করে। কিন্তু ১৩২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে গর্ভনর তানকিজ এটি আরো বড় করেন। একসময় এর জন্য পানি বেথেলহেমের কাছে সুলায়মানের সেতু থেকে সরবরাহ করা হলেও বর্তমানে জেরুজালেমের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে পানি সরবরাহ করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে আল-কাসে কল ও পাথরের তৈরি বসার স্থান স্থাপন করা হয়।

উপসংহার : ইতিহাস, ঐতিহ্য, গঠনশৈলী ও গুরুত্বের দিক থেকে মসজিদে আক্বছা বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলিমদের কাছে বিশেষ পবিত্র স্থান। মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমি, প্রথম কিবলা ও দ্বিতীয় পবিত্রতম মসজিদ দ্রুত ফিরে পাক শান্তি প্রিয় বিশ্ব মানবতার এটা একান্ত প্রত্যাশা। উল্লেখ্য যে, ইসরাইলের মুসলিম বাসিন্দা এবং পূর্ব জেরুজালেমে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা মসজিদুল আক্বছায় প্রবেশ ও ছালাত আদায় করতে পারে। আবার অনেক সময় বাঁধাও দেওয়া হয়। এই বিধিনিষেধের মাত্রা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়। যদি সুযোগ হয় তাহলে মসজিদুল আক্বছা দর্শন ও সেখানে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (ছওয়াবের আশায়) সফর করা জায়েয নেইঃ মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদুল আক্বছা' *(বুখারী হা/১১৮৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের মসজিদ গুলোতে ভ্রমণ ও সেখানে ছালাত আদায় ও ইসলামের ইতিহাস দর্শন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা কাওছার)

১. কাওছার শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : হাউযে কাওছার।

২. সূরা কাওছার কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৮তম।

৩. সূরা কাওছারে কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৩টি।

৪. সূরা কাওছারে কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ১০টি শব্দ ও ৪২টি বর্ণ।

৫. মানুষকে অমর করে রাখে কী?

উত্তর : কল্যাণধর্মী জ্ঞান ও মঙ্গলময় স্মৃতি।

৬. সূরা কাওছার কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা তাকাছুর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অতএব এটি মাক্কী সূরা।

৭. আল কাওছার কী?

উত্তর : জান্নাতের একটি নদী।

৮. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে অফুরন্ত নে'মত দান ও তাঁর শত্রুদের নির্বংশ বলা হয়েছে কোন সূরায়?

উত্তর : সূরা কাওছারে।

৯. কারা হাউযে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না?

উত্তর : বিদ'আতীরা।

১০. দুই তীর স্বর্ণের, গতিপথ মণি-মুক্তার, মাটি মিশকের চাইতে সুগন্ধিময় এবং পানি মধুর চাইতে মিষ্ট ও বরফের চাইতে স্বচ্ছ- কোন নদীর বৈশিষ্ট্য?

উত্তর : জান্নাতের একটি নদী।

নির্মম হত্যাকাণ্ড

হালীমাতুস সা'দিয়া
রাজশাহী হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজ

একটি শিশু তার নিরাপদ আশ্রয় স্থল মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে কান্নার মাধ্যমে পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় যে, সে আগমন করেছে। তার এই জন্ম ঘোষণার অর্থ হল, তার প্রতি পৃথিবীর মানুষের কিছু কর্তব্য রয়েছে। পৃথিবী তাকে বাসস্থান দেবে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার দিবে, লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র বা কাপড় দিবে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা দিবে আর কল্যাণকর শিক্ষা দিবে। এগুলো তার মৌলিক অধিকার। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য চমৎকার বলেছেন,

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে *(ছাড়পত্র)*।

ভাবনার বিষয় হল, সকল শিশু কি তার এই অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে নাকি বঞ্চিত হয়? বিবেকবান মাত্রই উত্তর দিবেন, কিছু শিশু তাদের অধিকার লাভ করলেও অধিকাংশই বঞ্চিত হয়। আমরা যদি এটা ভাবি যে, সকল শিশু কি স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার পায়? শিশুগুলোর কেউ কেউ জন্মের পর পৃথিবীতে অধিকার টুকুও হারিয়ে ফেলে। তাই তো পত্রিকা খুললেই দেখা যায়, শিশু হত্যা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শিশুর লাশ, শোনা যায় ডাস্টবিনে জীবন্ত শিশুর কান্না। তেমনি নৃশংস একটি ঘটনার সাক্ষী হল চট্টগ্রাম সহ বাংলার মানুষ।

গত ১৫ই নভেম্বর চট্টগ্রামে ইপিজেড থানার বন্দর টিলা নয়াহাট বিদ্যুৎ অফিস এলাকার বাসা থেকে পাশের মসজিদে আরবী (কুরআন) পড়তে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হয় শিশু আলিমা ইসলাম আয়াত। সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ায় পিবিআই আবির আলী নামে ৯ বছরের এক কিশোরকে গ্রেফতার করে। ৭দিনের রিমাণ্ডে আবির হত্যার লোমহর্ষক বর্ণনা দেয়।

১৫ নভেম্বর বিকালে মসজিদে পড়তে যাওয়ার সময় আবির নানা ফন্দি-ফিকির করে আয়াতকে নিয়ে যায় তাদের আকমল আলী সড়কের বাসায়। আবিরের উদ্দেশ্য ছিল ৬ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবী করা। সে মতে সে কুড়িয়ে পাওয়া

একটি সীম কার্ড মোবাইলে সংযুক্ত করে তা চালু করার চেষ্ঠা করে। কিন্তু নেটওয়ার্কের জটিলতায় বারবার ব্যর্থ হয়। ফলে তার পিতা-মাতার কাছে মুক্তিপণ দাবী করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য যে, আবির আয়াতের দাদা বাড়ির সাবেক ভাড়াটিয়া। সে সুবাদে আয়াত আবিরকে চাচ্চু বলে ডাকত। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আবির তাকে বাসায় আটকে রাখলে সে চিৎকার করে। এক পর্যায়ে আয়াতের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে ও ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আবির ছোট ফুটফুটে শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ফেলে। তারপরও ক্ষান্ত হয়নি। এবার শুরু হয় লাশ গোপনের চেষ্টা। ধারাল বটি দিয়ে সে শিশুটিকে একে একে ৬ টুকরা করে শিশুটির খণ্ডিত মরদেহটি ব্যাগে নিয়ে বেড়িবাধ এলাকায় ফেলে দেয়। সে মানবতা ভুলে গিয়ে পশুতে রূপ নিয়েছে।

রিমাণ্ডে স্বীকার করে যে, সে ভারতীয় ধারাবাহিক পর্বের ও ক্রাইম পেট্রোল অনুষ্ঠান দেখে কৌশলী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখা অপরাধ নয়, কিন্তু যে স্বপ্ন একটি প্রাণ কেড়ে নেয় তা অবশ্যই সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। যখন স্বপ্ন বাস্তবায়ন আমার সোনামণির জীবন কেড়ে নেয়, তখন প্রশ্ন ওঠে সমাজের মানবতা নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আর সংস্কৃতি নিয়ে। আমরা শিশু আয়াত হত্যার সুষ্ঠ বিচার ও অপরাধের পথ বাতলে দেওয়া এসব চ্যানেল বন্ধের দাবী জানাচ্ছি।

সোনামণি বন্ধু ও অভিভাবকগণ আসুন! আমরা অপসংস্কৃতি চর্চা বন্ধ করে অহীর আলোকে জীবন গড়ি। সবশেষে সুকান্ত ভট্টাচর্যের সাথে শিশুর জন্য নিরাপদ পৃথিবী তৈরির শপথ করি,

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ এ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার *(ছাড়পত্র)*।

পিতা-মাতার অবহেলায় সন্তানের অবনতি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

১ম দৃশ্য : পরিবার

রফীক্ব (পিতা) : (স্টেজে প্রবেশ করে সবাইকে ডাকাডাকি করবে এবং বলবে) ফারূক্ব, খালেদ তোমরা কোথায় আছো? শীঘ্রই এসো আমি অফিসের জন্য বের হচ্ছি।

ফারূক্ব (রফীক্বের বড় ছেলে) : আব্বু, আপনি অফিসে যাচ্ছেন? আমিও তো স্কুলে যাব। চলেন একসাথে যাই। আর আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। বিকালে বইমেলায় ঘুরতে যাব।

খালেদ (রফীক্বের ছোট ছেলে) : (খেলনা ফেলে আব্বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলবে) আম্মু তো চলে গেছে। আপনি, ভাইয়াও চলে যাচ্ছেন। আজ আমি আপনার সাথে যাব।

রফীক্ব : (খালেদকে আদর করে) আজ অফিসে অনেক কাজ আব্বু। তোমাকে অন্যদিন নিয়ে যাব। আজ তাড়াতাড়ি এসে বিকালে আমরা মেলায় ঘুরতে যাব।

খালেদ : প্রতিদিন আমার একা একা বাড়িতে ভালো লাগে না। আমি বসে বসে কী করব?

রফীক্ব : (একটু আদর করে মোবাইল হাতে দিয়ে বলবে) এই দেখ, মোবাইলে সুন্দর সুন্দর কার্টুন আছে। তুমি এটা দেখতে থাক। (অতঃপর সে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবে)।

খালেদ : (মোবাইল দেখা ও খেলাধূলায় ব্যস্ত হয়ে যাবে এবং মাঝে মাঝে কান্নাকাটি ও বাড়ির আসবাবপত্র ভাংচুর করবে)।

কিছুক্ষণ পর...

ফারূক্ব : (স্টেজে প্রবেশ করে ব্যাগ একদিকে ছুড়ে দিয়ে বলবে) বাড়ির এ কী অবস্থা করেছিস! যা আব্বু আসার আগেই গুছিয়ে ফেল। ফোন এদিকে দে (বলে ফোন টানাটানি করে কেড়ে নিয়ে দেখতে শুরু করবে)।

খালেদ : (দুই-একটি খেলনা গুছিয়ে রেখে বড় ভাইয়ের পিছনে গিয়ে মোবাইল দেখতে লাগবে)।

ফারূক্ব : (খালেদকে দেখে কাছে ডেকে নিবে এবং দু'জন একসাথে ফোন দেখতে শুরু করবে। মোবাইল দেখতে দেখতে খালেদ মাঝে মাঝে বিরক্ত বোধ করবে ও আব্বু-আম্মুর কথা জিজ্ঞেস করবে। অতঃপর একপর্যায়ে দুই ভাই মোবাইল গেমস ও ভিডিও দেখতে মনোযোগী হয়ে যাবে)।

রফীক্ব : (সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরার পর বাড়িতে প্রবেশ করে) তোমরা কী করছ? বাড়ির অবস্থা এরকম কেন?

খালেদ : (আব্বুকে জড়িয়ে ধরে) আব্বু! ভাইয়া আমাকে মোবইল দেখতে দিচ্ছে না।

রফীক্ব : ফারূক্ব! ওকে ফোন দেখতে দিচ্ছ না কেন? ফোন তো দু'জনের জন্যই কিনেছি। দু'জন মিলেমিশে দেখ।

ফারূক্ব : আপনি এতো দেরি করে আসলেন কেন? আজ তো আমাদের মেলায় যাওয়ার কথা ছিল। চলেন এখনই বইমেলায় যাব।

রফীক্ব : (বিরক্ত হয়ে) আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আরেকদিন যাব। তোমরা এখন যাও। আমি বিশ্রাম নিব।

২য় দৃশ্য : অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ।

রফীক্ব : (প্রথম দিনের মত অফিসের উদ্দেশ্যে বের হবে) খালেদ! আমার ছোট্ট সোনামণি কোথায়?

ফারূক্ব : (তাড়াহুড়া করে আসার পর) আব্বু, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি গেলাম।

খালেদ : (আব্বুকে জড়িয়ে ধরে বলবে) আব্বু! কাল নিয়ে যাননি। আজ আমি আপনার সাথে যাব।

রফীক্ব : (খালেদকে আদর করে) আজ অফিসে বড় অফিসার আসবে আব্বু। আজ যাওয়া যাবে না।

খালেদ : আব্বু! তাহলে মোবাইলটা দেন। আমি কার্টুন দেখব।

রফীক্ব : (একটু আদর করে মোবাইল হাতে দিয়ে বলবে) এই নাও। এটা তো তোমার জন্যই কিনেছি। দেখ, মোবাইল দেখ। আমি তাহলে যাই (বলে বেরিয়ে যাবে)।

ফারূক্ব : (কিছুক্ষণ পর বাড়িতে প্রবেশ করে খালেদকে বলবে) কী করছিস? মোবাইল এদিকে নিয়ে আয় একসাথে দেখি।

খালেদ : ভাইয়া! আজ তুমি এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি আসলে কেন? (বলতে বলতে মোবাইল নিয়ে এগিয়ে আসবে)

ফারূক্ব : আজ ক্লাসের পড়া মুখস্থ হয়নি রে। স্যার মারবে বলেছেন আর ক্লাসে ভালো লাগছে না। তাই চলে আসলাম। (অতঃপর খালেদের হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে দু'জন একসাথে দেখতে থাকবে)।

খালেদ : ভাইয়া! গতকাল একটা প্যান্ট দেখেছিলাম হাঁটুর কাছে একটু ছেঁড়া, সুন্দর। ঐটা বের কর তো দেখি।

ফারূক্ব : হ্যাঁ আমি ওটা সেভ করে রেখেছি। এসব আধুনিক ফ্যাশন। ঐ প্যান্ট পরলে তোকে খুব সুন্দর লাগবে।

খালেদ : গতকাল আব্বুকে বলেছিলাম যে মার্কেটে যাব। কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিয়ে যাননি। চল আজ আমরা যাই। আমি এই প্যান্টটা কিনব।

ফারূক্ব : তুই ঠিকই বলছিস। আমিও মোবাইলে চুলের একটা নতুন স্টাইল দেখেছি। দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি। (মোবাইলে ছবি বের করে বলবে) এই দেখ, এটা সুন্দর না? আমাকে ভালো লাগবে না?

খালেদ : এভাবে চুল কাটলে তোমাকে খুব সুন্দর লাগবে। চল যাই। আর আমাকে এ প্যান্টটা কিনে দিবে।

ফারূক্ব : আচ্ছা চল যাই (অতঃপর তারা মার্কেটের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল)।

চলবে

আমরা ভালোবাসি এমন একটি মানব সমাজ, যেখানে মানুষ আল্লাহ্র গোলামীতে পরস্পর ভাই হয়ে বসবাস করবে। যেখানে মানবতা বিকশিত ও সমুন্নত হবে এবং পশুত্ব দমিত ও শৃংখলিত হবে।

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সংগঠন পরিক্রমা

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২২

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (খুলনা)।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকের সোনামণি আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির নেতা, শিক্ষক এবং পরিচালক হবে। আমরা চাই বাংলার প্রতিটি ঘরে সোনামণি তৈরী হৌক এবং তাদের কণ্ঠে সমাজ জাগিয়ে তোলার বিপ্লবী গান বেজে উঠুক। তবেই এদেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। আদর্শ মায়ের লালন-পালন ছাড়া কোন সন্তান ভালো সন্তান হ'তে পারে না। মায়েদের ত্যাগ ও আদর-যত্নের কারণে খোরাসানের বিখ্যাত পণ্ডিত রবী'আতুর রায়, ইমাম আহমাদ, শাফেঈ ও বহু মনীষী পৃথিবীতে দ্বীনের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছেন। কাজেই আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সম্মেলনের অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনে'র সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত

হোসাইন, যুববিষয়ক আব্দুর রশীদ আখতার, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হোসাইন প্রমুখ।

অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী সদর-সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমরুল কায়েস, বগুড়া যেলা পরিচালক আব্দুল মুত্তালিব ও দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালক মাওলানা আবু তাহের। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ২০টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ জাসিম (রাজশাহী) ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আবরার (কুমিল্লা)। সম্মেলনে 'সোনামণি' সদস্যরা 'পিতা-মাতার অবহেলায় সন্তানের অবনতি' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করে। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ২০২ জন বালক ও ১৪৯ জন বালিকা সহ মোট ৩৫১ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ৩৬ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। বালকদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালক শাখায় এবং বালিকাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালিকা শাখায় তথা মহিলা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল।-

গ্রুপ-ক : ১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা ফালাক্ব ও নাস এবং ১০টি হাদীছ)। বালক : ১ম : তরীকুল ইসলাম ছিয়াম (বগুড়া), ২য় : মুহাম্মাদ

গোলাম (রাজশাহী), ৩য় : রাশেদুল ইসলাম (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : সিদরাতুল মুনতাহা (নাটোর), ২য় : আসিয়া আখতার (বগুড়া), ৩য় : সা'দিয়া আখতার (বগুড়া)। **২. দো'আ** (কুরআন থেকে ২২টি দো'আ) : বালক : ১ম : কামরুল হাসান (রাজশাহী), ২য় : রাক্বীবুল হাসান (সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ আরাফাত (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : উম্মে হাবীবা (কুষ্টিয়া), ২য় : মুসাম্মাৎ নুছাইবা (বগুড়া), ৩য় : তামান্না সুলতানা (সাতক্ষীরা)। **৩. সাধারণ জ্ঞান :** বালক : ১ম : মুহাম্মাদ মুবাশ্বির (বগুড়া), ২য় : শাহেদ আলম (দিনাজপুর), ৩য় : আব্দুল্লাহ চৌধুরী (কুমিল্লা)। বালিকা : ১ম : তাসনীম জান্নাত ফারিহা (কুমিল্লা), ২য় : মুসাম্মাৎ ফযীলা (বগুড়া), ৩য় : আতীক্বাহ (বগুড়া)।

গ্রুপ-খ : ৪. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা নিসা ৫৯, বনূ ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪ আয়াত এবং ১৫টি হাদীছ)। বালক : ১ম : মুহাম্মাদ মুজাহিদ (দিনাজপুর), ২য় : আব্দুল্লাহ জাসিম (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ পারভেয (কুমিল্লা)। বালিকা : ১ম : নিশাত ফারিয়া (গাইবান্ধা), ২য় : মুসাম্মাৎ সা'দিয়া আখতার (বগুড়া), ৩য় : মারিয়া আখতার (কুমিল্লা)। **৫. জাগরণী :** বালক : ১ম : মি'রাজুল ইসলাম গাযী (সাতক্ষীরা), ২য় : মুহাম্মাদ আবরার (কুমিল্লা), ৩য় : মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : মুসাম্মাৎ আতিয়ারা (রাজশাহী), ২য় : আদীবা আফরোয (নাটোর), ৩য় : মারিয়া আখতার (কুমিল্লা)। **৬. সাধারণ জ্ঞান :** বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ আল-যুবায়ের (দিনাজপুর), ২য় : মুহাম্মাদ রেযওয়ান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৩য়: আছিফ আলী (সিরাজগঞ্জ)। বালিকা : ১ম : হুমায়রা খাতুন (নাটোর), ২য় : যাকিয়া সুলতানা নাদিয়া (কুমিল্লা), ৩য় : শারমিন নাহার (সাতক্ষীরা)। **৭. সোনামণি সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমূহ (পরিচালকদের জন্য) :** ১ম : মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান (নওগাঁ), ২য় : আব্দুল হাসীব (খুলনা), ৩য় : আবু তাহের (দিনাজপুর)।

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩রা নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মারকাযের শিক্ষক হাফেয তুফায়েল মাহমূদ ও হাফীযুর

রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইরফান শাফি ও ইসলামী জাগরণী পেশ করে সালমান ফারেসী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ।

চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা ১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপসা উপযেলাধীন চাঁদপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' খুলনা যেলার উদ্যোগে রূপসা ও তেরখাদা উপযেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রূপসা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা নাজমুল হুদা।

নশিরারপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় যেলার সাধাটা থানাধীন নশিরারপাড়া হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় 'সোনামণি' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমান ও ঢাকা বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইউনুস। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রিপন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রূযী দিবেন যেমন ভাবে পক্ষীকুলকে দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে (বাসায়) ফেরে' *(আহমাদ হা/২০৫; মিশকাত হা/৫২৯৯)*।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা! আমরা এ সংখ্যায় 'কাল' সম্পর্কে জানব। যাকে আরবীতে زَمَن বলে এবং ইংরেজীতে Tense বলে। এটা হচ্ছে ক্রিয়া সম্পাদনের সময় বা যে কোন কাজ করা, হওয়া বা ঘটার সময়। যে কোন কাজকে বাংলায় ক্রিয়া, ইংরেজীতে Verb বলে এবং আরবীতে فِعْلٌ বলে।

এখন আমরা জানব কাল কত প্রকার এবং কী কী?

প্রত্যেক ভাষাতেই কাল ৩ প্রকার।

বাংলা	ইংরেজী	আরবী
অতীত	Past	مَاضِيْ
বর্তমান	Present	حَالٌ
ভবিষৎ	Future	مُسْتَقْبِلٌ

প্রত্যেক ভাষাতেই কাল এর ভিন্নতা বুঝানোর জন্য ক্রিয়া/ Verb/ فِعْلٌ এর মাধ্যমে পার্থক্য আনা হয়। যা আগামী সংখ্যায় আমরা জানবো ইনশা-আল্লাহ। এখানে শুধু উদাহরণ দেওয়া হল।

যথা	অতীত	অতীত	ভবিষৎ
বাংলা	আমি স্কুলে গিয়েছি	আমি স্কুলে যাচ্ছি	আমি স্কুলে যাবো
ইংরেজী	I went to school	I go to school	I shall go to school
আরবী	ذَهَبْتُ اِلِي الْمَدْرَسَةِ	اَذهَبُ اِلِي الْمَدْرَسَةِ	اَذهَبُ اِلِي الْمَدْرَسَةِ

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

শীতে শিশুর যত্ন

ডা. মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
সহকারী অধ্যাপক ও শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

শীতের শুরু হয়ে গেছে। আর শীতে শিশুরা একটু বেশিই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে দুশ্চিন্তা না করে এ সময়টাতে শিশুদের বিশেষ পরিচর্যা নিলে শীতে ও আপনার সোনামণি থাকবে সুস্থ। শীতের সময়টা শিশুর বিশেষ যত্ন সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে হবে।

ঠান্ডা বাতাস এবং ধুলাবালি থেকে দূরে রাখা : শীতে শিশুরা সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, জ্বর, নিউমোনিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়। শীতে আবহাওয়া শুষ্ক ও ধুলাবালি থাকার কারণেই মূলত শিশুরা এসব রোগে আক্রান্ত হয়। তাই এ সময়টা অভিভাবকদের কিছুটা সচেতন থাকতে হবে। শিশুদের স্কুলে অথবা বাইরে নিয়ে গেলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করার অভ্যাস করাতে হবে। এতে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।

গরম পানি : শিশুদের হালকা কুসুম গরম পানি পান ও ব্যবহার করানো উচিত। দাঁত ব্রাশ করা, হাত মুখ ধোয়া, খাওয়াসহ শিশুদের নানা কাজে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করলে শিশুরা ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকবে। শীতেও শিশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে। তবে গোসলের সময় শরীরের কাছাকাছি তাপমাত্রার হালকা গরম পানি ব্যবহার করা ভালো। মনে রাখতে হবে, বেশি গরম পানিও শিশুর শরীরের জন্য ভালো নয়। তবে খুব ছোট শিশু কিংবা ঠাণ্ডার সমস্যা আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর মুছে দেয়া যেতে পারে। অনেকেই শিশুকে জবজবে করে সরিষার তেল মাখিয়ে গোসল করিয়ে থাকেন। এতে গোসল শেষেও শিশুর চুল ভেজা থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগে।

উষ্ণ পোশাক : শিশুদের অবশ্যই উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে চিকিৎসকের মতে শিশুদের সরাসরি উলের পোশাক পরানো ঠিক নয়। এতে উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। সুতি কাপড় পরিয়ে তার ওপর উলের পোশাক পরানো উচিত এবং পোশাকটি যেন নরম কাপড়ের হয়। কারণ খসখসে বা শক্ত কাপড়ে শিশুদের নরম ত্বকে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে হালকা শীতে শিশুদের গরম পোশাকটি খুব বেশি গরম কাপড়ের হওয়া

উচিত নয়। কারণ খুব বেশি গরম কাপড় পরালে গরমে ঘেমে শিশুর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। শিশুদের রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুল হাতা গেঞ্জি বা জামা পরিয়ে রাখুন এবং সকালে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ও বিকালের দিকে হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে রাখুন।

খাবার : শীতের সময়টা শিশুদের খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। ফলে তাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। তাদের ঘনঘন পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। শিশুদের ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বাড়াতে ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ এবং ফলের রস খাওয়ানো উচিত। বিশেষ করে গাজর, বিট, টমেটো শিশুদের ত্বকের জন্য বেশ উপকারী। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পারেন। শিশুরা এ সময় যেন কোনো ধরনের ঠাণ্ডা খাবার না খায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

ত্বকের যত্ন : শিশুদের ত্বক বড়দের থেকে অনেক বেশি সেনসেটিভ। তাই তাদের ত্বক অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে যায়। শিশুর মুখে এবং সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গ্লিসারিন, ভ্যাসলিন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। তবে এগুলো অবশ্যই ভালোমানের ও শিশুদের উপযোগী হওয়া উচিত।

সচেতন হোন : যেহেতু শীতে সর্দি, কাশি, জ্বরসহ অনেক রোগ সংক্রামিত হয় তাই যতটা সম্ভব শিশুদের জনসমাগম এড়িয়ে চলা ভালো। শিশুদের গামছা, রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি আলাদা হওয়া উচিত এবং আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির সময় শিশুদের দূরে রাখা উচিত। শিশুর এ ধরনের সমস্যায় আদা লেবু চা, গরম পানিতে গড়গড়া, মধু, তুলসী পাতার রস প্রভৃতি খাওয়ানো যেতে পারে। তবে সমস্যা বেশি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাকবীরে তাহরীমা বা প্রথম তাকবীর প্রাপ্তিসহ একাধারে চল্লিশ দিন (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত) জামা'আতে আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তিপত্র লিখে দেওয়া হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়টি মুনাফিকী থেকে মুক্তি' *(তিরমিযী হা/২৪১; মিশকাত হা/১১৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪০৯)*।

ঘুমানোর আদব

১. শোয়ার সময় দো'আ পড়া এবং সম্ভব হলে ওযূ করে শোয়া।

২. ডান কাতে শুয়ে ঘুমানোর দো'আ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করা।

৩. এক পায়ের উপর অপর পা রেখে, চিৎ হয়ে কিংবা উপুড় হয়ে না শোয়া।

৪. দশ বছর বয়সের বালক-বালিকাদের পৃথক পৃথক বিছানায় ঘুমানো।

৫. শোয়ার পূর্বে আলো বা বাতি নিভিয়ে ফেলা।

৬. দুঃস্বপ্ন দেখলে তিন বার أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম) পাঠ করা ও বাম দিকে ৩ বার থুক দেওয়া ও পার্শ্ব পরিবর্তন করা।

৭. ভোরে আযানের সময় ঘুম থেকে ওঠা এবং অলসতা না করা।

৮. ঘুম থেকে ওঠার দো'আ পড়ে শয্যা ত্যাগ করা।

?কুইজ

১. স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনর্নির্মাণ করেন এবং কার হাতে তা সমাপ্ত হয়?

উঃ.....

২. খাওয়ার শুরুতে কী বলতে হয় এবং কে বাম হাতে খায় ও পান করে?

উঃ.....

৩. ঘুমানোর সময় ডান কাতে শুয়ে কী কী পাঠ করতে হয়?

উঃ.....

৪. মূসা (আঃ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কোন দিন ছিয়াম পালন করতেন?

উঃ.....

৫. জিব্রীলের সাথে কে কোথায় গমন করেন এবং কী পরিদর্শন করেন?

উঃ.....

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়। (২) ইবনে আউফ নামক একটি জনপদে অবতরণ করেছিলেন। (৩) মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি'। (৪) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। (৫) ইহুদীদের ক্বিবলা যা বায়তুল মুক্বাদ্দাস যা মদীনা থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : শাহরিয়ার নাদিম, ৫ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : মুহাম্মাদ ছিদ্দীক, মক্তব বিভাগ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : মোছাঃ হুমায়রা আখতার, প্রথম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

২৩ ও ২৪ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

৩৩ তম বার্ষিক
তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২৯-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১৫-০০২৩৮০

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

কালোজিরার তেল

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর

৫৭তম সংখ্যা | জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৩ | মূল্য : ১৫/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ
১-৪টি বই একত্রে

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ
১-৮টি বই একত্রে

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
  ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ
১-৯টি বই একত্রে

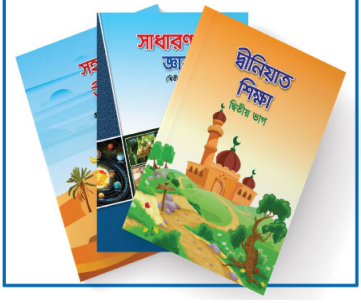

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ
১-১১টি বই একত্রে